দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 21 SEP 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

হাইস্কুলকে কলেজে রূপান্তরের নামে.

গুলশান মডেল হাইস্কুল (বর্তমানে গুলশান মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজ) গুলশান, ঢাকা ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অত্র এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু হঠাৎ করিয়া কোনরূপ সম্ভাব্যতা যাচাই না করিয়া ১৯৯৫ সালে কলেজে রূপান্তরিত করার নামে কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি স্কুলটিকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করিয়াছে। স্কুলটিকে তাহারা অর্থ আত্মসাতের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতেছে।

১১ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১৩ জন কলেজ শিক্ষক নিয়োগ করিয়া স্কুল ভবনে কলেজের কার্যক্রম শুরু করা হয়। অবশেষে ১৯৯৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। কিন্তু কেহই কৃতকার্য হয় নাই। এদিকে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা কলেজ শাখার শিক্ষকদের সরকারী বেতনাংশ প্রাপ্তির জন্য স্কুল তহবিল হইতে অবৈধভাবে প্রচুর অর্থ উত্তোলন করেন। এই অর্থের কতখানি যথাযথরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে আর কতখানি আত্মসাৎ করা হইয়াছে তাহা নিরূপণের জন্য তদন্ত প্রয়োজন। অর্থ জালিয়াতি ও শূন্য ফলাফলের কারণে বোর্ড কর্তৃক অত্র প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আদেশ বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহল এই আদেশ অমান্য করিয়া একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নামে, অত্র প্রতিষ্ঠান হইতে পাস করা প্রতিটি ছাত্রকে বিনা রশিদে ৩০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম নিতে বাধ্য করিতেছে। তদুপরি কলেজ শিক্ষকদের মাসিক বেতন রাতারাতি ৫০০/- টাকা বাড়াইয়া দিয়া এক নজির সৃষ্টি করা হইয়াছে। অথচ কলেজ ফান্ডে কোন টাকা নাই। অপরদিকে অদ্যাবধি স্কুল শিক্ষকদের নূতন বেতন স্কেল দেওয়া হয় নাই। উপরন্তু কলেজের জন্য স্কুল ফাণ্ড হইতে প্রচুর অর্থ উত্তোলন করিয়া স্কুলটিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। এমতাবস্থায়, বিদ্যালয়টিকে সমূহ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য এবং উক্ত স্কুলে শিক্ষা গ্রহণরত আমাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলার্থে উক্ত বিষয়ে যথাযথ তদন্ত করিয়া কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

– নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক